পঞ্চায়েত ভোটের আগে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

প্রকল্পের কাজ কতদূর, ২৬শে মন্ত্রীদের নিয়ে বসছেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চায়েত ভোটের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তার আগেই প্রতিটি দফতরের মন্ত্রী ও সচিবের মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩০ এপ্রিল শেষ হচ্ছে 'দুয়ারে সরকার'। তার আগেই ২৬ এপ্রিল, বুধবার দুপুর একটায় নবান্ন সভাঘরে হবে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। যেখানে প্রতিটি প্রকল্প ধরে ধরে খবর নেওয়া হবে। কোন প্রকল্প শেষ হয়েছে, কোনটা মাঝপথে থমকে গিয়েছে, কারণ জানবেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার নবান্ন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। বৈঠকের আগে অবশ্য প্রকল্প ধরে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে রিপোর্ট পাঠাতে হবে সব দফতরকে। নবান্ন সূত্রের খবর, ১৯ এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দফতর পিছু কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল, তার কতটা, কোন কোন প্রকল্পে খরচ হয়েছে, তার সবিস্তার তথ্য জমা দিতে হবে। জমা দিতে হবে শেষ হয়ে যাওয়া প্রকল্পের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট। মাঝপথে থমকে যাওয়া প্রকল্পের তথ্যও মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আনতে হবে।

এদিন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী 'দুয়ারে সরকার' নিয়ে বৈঠকে বসেন। সেখানেও জেলাগুলিকে দ্রুত প্রকল্প

বৈঠকের আগে অবশ্য প্রকল্প ধরে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে রিপোর্ট পাঠাতে হবে সব দফতরকে। দফতর পিছু কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল, তার কতটা, কোন কোন প্রকল্পে খরচ হয়েছে, তার তথ্য জমা দিতে হবে।

শেষ করার জন্য তিনি চাপ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠকে জেলাশাসক, বিডিও, এসডিওদের ধরে ধরে সতর্ক করেন মুখ্যসচিব। জানান, যে প্রকল্পগুলিতে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয় সেগুলি যাতে ২০ এপ্রিলের মধ্যে শেষ করে দেওয়া হয়। নবান্ন সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের মতো প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। জানা গিয়েছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে, যেগুলির এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। সেগুলির দ্রুত সমাধানের জন্য এদিনের বৈঠকে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেন মুখ্য সচিব।

উল্লেখ্য, সোমবারই শেষ হয়েছে 'দুয়ারে সরকার'-এর আবেদনপত্র জমা নেওয়ার কাজ। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে পরিষেবা দেওয়ার প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই পরিষেবা দেওয়ার সময়সীমা ২০ এপ্রিল থেকে বাড়িয়ে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বাজার আগেই মুখ্যমন্ত্রী দফতরভিত্তিক প্রকল্প নিয়ে বৈঠক সেরে নিচ্ছেন। জানা গিয়েছে, এবারের দুয়ারে সরকারে বুথভিত্তিক ৯৪,৩৭৭টি শিবির করা হয়েছে। ৫৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছেন। ৩২ লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। পরিষেবা দেওয়ার জন্য জেলাগুলিকে প্রায় ১ লক্ষ ক্যাম্প তৈরি করার টার্গেট দিয়েছে নবান্ন।